AKASHVANI (AIR)

RNU : KOLKATA

Bengali Text Bulletin

Date: 24.07.2024 Time: 7.50 P.M.

-

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ তিস্তা জলচুক্তি পুনর্নবীকরণ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার দাবী জানিয়ে বিধানসভায় আজ একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে।

২/ রাজ্যপালের দায়ের করা মানহানির মামলায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্য করতে পারবেন বলে কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে।

৩/ নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী নতুন দিল্লি গেছেন।

৪/ বিজেপি, বিদ্যুতের অতিরিক্ত বিল কমানোর দাবীতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে।

৫/ কারগিল যুদ্ধে ভারতের বীর সেনানিদের আত্মোৎসর্গের স্মরণে এরাজ্যেও আজ নানা অনুষ্ঠানে কারগিল বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে।

****

তিস্তা জলচুক্তি পুনর্নবীকরণ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার দাবি জানিয়ে বিধানসভায় আজ একটি প্রস্তাব আনা হয়। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য সভায় উত্থাপন করে, উত্তরবঙ্গ, বিশেষত ডুয়ার্স বাঁচাতে ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন তৈরি করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানান।তিনি বলেন, রায়ডাক, সঙ্কোশ, কালচিনি সহ একাধিক নদী ভুটান থেকে

আসে। এই সব নদীর জল বেড়ে হরপা বানে উত্তরবঙ্গ বারবার বিধ্বস্থ হচ্ছে। চা বাগান, কৃষি জমি, বনাঞ্চলের পাশাপাশি ব্যাহত হচ্ছে সাধারণ জনজীবন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জলসম্পদ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন উত্তরবঙ্গের এই সমস্যা নিয়ে পূর্বতন ইউপিএ সরকার এবং বর্তমান এন ডি এ সরকারও উদাসীন। চলতি বছরের বাজেটে একাধিক রাজ্যকে এ বাবদ অর্থ সাহায্য করা হলেও এ রাজ্যের গঙ্গা পদ্মা ভাঙ্গন রুখতে এক পয়সা দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে বিজেপি, বিধানসভায় আনা এই প্রস্তাবকেই অসংবিধানিক আখ্যা দিয়েছে। বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন তিস্তা চুক্তি বা ফারাক্কার জল বন্টন প্রশ্নে ভুটান এবং বাংলাদেশ এই দুটি প্রতিবেশী দেশ যুক্ত রয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য সিকিমেরও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বিধানসভার আলোচনার এখতিয়ার আছে কিনা তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

বিজেপির আরেক প্রবীণ বিধায়ক অশোক লাহিড়ী এই প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন এ ধরনের সংবিধানবিরোধী প্রস্তাব আলোচনা করায় রাজ্য বিধানসভার মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে।

আগামী সোমবার পুনরায় এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে।

****

সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী এবং তাদের পরিবারকে আরও ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাজ্য সরকার , স্বাস্থ্য চিকিৎসা প্রকল্পে আরও কিছু হাসপাতালকে যুক্ত করেছে। অর্থ দপ্তরের মেডিক্যাল সেল থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কলকাতা কিডনি ইন্সটিটিউট, ই এম বাইপাসের টেকনো ইন্ডিয়া ডামা হেলথকেয়ার সেন্টার, দূর্গাপুরের তপোবন হাসপাতালের মত নয়টি সংস্থাকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এরফলে বর্তমানে সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও রাজ্যের মোট ১৬৫টি বেসরকারি হাসপাতাল, ২৬টি ডায়গনেস্টিক সেন্টার এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হলো।

এছাড়া সরকারি কর্মচারীদের চিকিৎসা খরচের বিল জমা পড়ার পরে তাতে কোন জটিলতা থাকলে সেই সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলার জন্যেও প্রকল্পের মেডিক্যাল সেলে একজন চিকিতসককে যুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য এই প্রকল্পে বর্তমানে দুই লক্ষ ১৯ হাজার ৮৪৭ জন নাম নথিভুক্ত করেছেন।এর ফলে সুবিধা পাচ্ছেন সাড়ে সাত লক্ষেরও বেশি মানুষ । এই প্রকল্পে সরকারি কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তরা দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্য চিকিৎসার সুবিধা পান।

****

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের দায়ের করা মানহানির মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্য করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বাদে বাকি চার তৃণমূল কংগ্রেস নেতার ক্ষেত্রেও এধরণের বিধিনিষেধ থাকছে না। তবে, এমন কোনো মন্তব্য করা যাবে না, যা মানহানির সংজ্ঞা বা মানহানি সম্পর্কিত আইনকে লঙ্ঘন করে। এ'সংক্রান্ত মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ অকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করা হয়। আজ বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বরূপ চৌধুরীর বেঞ্চ জানান, মমতা ব্যানার্জি সহ চার নেতার মন্তব্যে প্রকৃতপক্ষেই মানহানি হয়েছিল কিনা, তার সিদ্ধান্ত সিঙ্গল বেঞ্চকেই নিতে হবে। আদালতের কাছে সব পক্ষ নতুন করে হলফনামা জমা দেবে।

এদিকে, রাজভবনে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ওই মহিলা অস্থায়ী কর্মী ন্যায় বিচারের দাবীতে এবার রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন। বর্তমানে মামলাটি সুপ্তিম কোর্টের অধীন। এর আগেও অভিযোগকারিণী, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ই-মেইল মারফত চিঠি দিয়েছিলেন।

****

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আজ নতুন দিল্লিতে দলের সাংসদদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁদের তিনি NDA সরকারের বৈষমের

বিরুদ্ধে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন বলে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, বাজেট পেশ করার আগেই তিনি নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিরোধী I-N-D-I-A জোটের সদস্যরা একজোট হয়ে ওই বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি অন্যকিছু ভাবতেন।

এর আগে দিল্লি রওনা দেবার সময় কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, এবারের বাজেটে বাংলা সহ বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই বঞ্চনা ও রাজ্যকে ভেঙে দেবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই তিনি নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন। তাঁর আরো অভিযোগ, বাংলার পাশাপাশি দেশকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চাইছে কেন্দ্রের সরকার। বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের বক্তব্যেই তা স্পষ্ট।

(বাইট- মমতা)

বাজেটে বঞ্চনার প্রতিবাদে বিজেপি বিরোধী সাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ইতিমধ্যেই নীতি আয়গের বৈঠক বয়কট করার কথা জানিয়েছেন।

অরবিন্দ কেজরি ওয়ালের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

****

বিজেপি, বিদ্যুতের অতিরিক্ত বিল কমানোর দাবীতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে। বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ কলকাতার ভিক্টোরিয়া হাউজে CESC-র অফিসে ঘেরাও কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ১৫'ই আগস্টের মধ্যে বিদ্যুতের বাড়তি বিল প্রত্যাহার করা না হলে তাঁরা আন্দোলনের পথে নামবেন। আদালতের অনুমতি নিয়ে লাগাতার পাঁচ দিন আন্দোলন চালানো হবে বলেও শুভেন্দুবাবু জানান। তিনি অভিযোগ করেন, বিদ্যুতের বিল বাড়ানোর বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী জানেন না বলে দাবী করলেও, CESC বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই বিলের অঙ্ক নির্ধারণ করে। শাসক দল নির্বাচনী বন্ডের নামে CESC-র কাছ থেকে যে ৪০০ কোটি টাকা নিয়েছে,

কর্তৃপক্ষ বিল বৃদ্ধি করে গ্রাহকদের কাছ থেকে সেই অর্থই আদায় করছে বলে তাঁর আরো দাবী। বিদ্যুৎ ব্যবসায় একচেটিয়া প্রভাবমুক্ত করতে আগামী দিনে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু।

(বাইট- শুভেন্দু ৫-১০)

এর আগে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মুরলীধর সেন লেন থেকে ভিক্টোরিয়া হাউজ পর্যন্ত এক মিছিলে যোগ দেন রাহুল সিন্‌হা, তাপস রায়, তমোঘ্ন ঘোষ সহ প্রায় এক হাজার নেতা-কর্মী।

****

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২৮ তারিখ আকাশবাণীতে মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে তাঁর চিন্তাভাবনা দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। এটি হবে মন-কি-বাতের ১১২-তম পর্ব। বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেল এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত সম্প্রচারিত হবে। হিন্দিতে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবার পরেই আঞ্চলিক ভাষায় এর তর্জমা শোনা যাবে।

****

কারগিল যুদ্ধে ভারতের বীর সেনানিদের আত্মোৎসর্গের স্মরণে যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে কারগিল বিজয় দিবস। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয় এবং ‘অপারেশন বিজয়’ অভিযানের সাফল্যকে স্মরণিয় করে রাখতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এরাজ্যেও যথাযথ মর্যাদায় দিনটি পালিত হচ্ছে। ফোর্ট উইলিয়ামে সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের পক্ষ থেকে জিওসি ইন সি লেফট্যানেন্ট জেনারেল রামচন্দ্র তিওয়াড়ি, শহীদ স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করতে শ্রদ্ধা জানান।

রাজ্য বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দল এই উপলক্ষ্যে ২৫টি প্রদীপ জ্বালিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ পরিষদীয় দলের সদস্যরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন জেলা থেকেও দিনটি পালনের খবর এসেছে।

বর্ধমানে বীরহাটা পার্বতী ময়দান থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত এক মশাল মিছিল বের করা হয়।

হাওড়ার উলুবেড়িয়া পুরসভা থেকে ফুলেশ্বর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের মলন গ্রামে কেন্দ্রীয় সঞ্চার ব্যুরোর পক্ষ থেকে এই উপলক্ষ্যে তীরন্দাজি ও কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউকেশন- চুঁচুড়া শাখা ও ব্যারাকপুর আর্মি পাবলিক স্কুলে এই উপলক্ষ্যে এক প্রদর্শনী, সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর বেস হাসপাতালে কর্মরত ব্রিগেডিয়ার বরুণ দত্ত, CBC-র আধিকারিক পার্থ ঘোষ প্রমুখ।

****

জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে নিহত কংগ্রেস কর্মী মানিক রায়ের বাড়িতে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল যায়। তাঁরা পরিবারকে সবরকমের সাহায্য ও পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

আগেই জানানো হয়েছে, পাঁচ বছর ধরে ঘরছাড়া মানিক রায়কে শাসক দলের কর্মীরা গাছে বেঁধে পিটিয়ে খুন করেন বলে অভিযোগ।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী, মানিক রায়ের মৃত্যুর ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

(বাইট- অধীর)

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, অধীরবাবুর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। পাঁচ বছর যখন মানিক রায় বাড়ি ছাড়া ছিলেন, তখন কেন অধীর বাবু বা কংগ্রেসের অন্য কোনো নেতা তাঁর খোঁজ নিলেন না, সেই প্রশ্ন'ও তোলেন তিনি।

****

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় আজ সকালে আচমকা বিষ্ফোরণে একটি বাড়ির টিনের চাল উড়ে গেলে আতঙ্ক ছড়ায়। ওই বাড়িটিতে স্থানীয় লক্ষ্মী মন্দির কমিটির কার্যালয় ছিল। সেখানে বোমা মজুত করা ছিল বলে পুলিশের অনুমান।

****